بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে, সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আস সানি আল্‌মুসলেহুল মাওউদ (রা.) এর কতিপয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদানের উপর জামাত বহির্ভূত আলেমদের মতামতের বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্‌দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর (আই.) বলেন:

প্রত্যেক আহমদী যেমন জানেন, ২০শে ফেব্রুয়ারী দিনটি জামাতের মধ্যে মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে স্মরণ করা হয়। এ উপলক্ষে জামাতের মধ্যে জলসাও হয়ে থাকে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর একটি পুত্রের জন্ম সম্পর্কে যিনি অনেক গুণের অধিকারী হবেন।

হুযুর আনোয়ার হযরত মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি তুলে ধরেন এবং এরপর তিনি ভবিষ্যদ্বাণীর মেয়াদের মধ্যে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর জন্ম এবং তাঁর মাধ্যমে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ হওয়ার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এ সময় আমি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর কিছু পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বিবিধ কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করব। তবে তার আগে বলে রাখা দরকার যে, মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর শৈশব ছিল স্বাস্থ্যের দিক থেকে খুবই দুর্বল। পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর শিক্ষা না থাকার সমতুল্য ছিল। কিন্তু যেহেতু এটা খোদার প্রতিশ্রুতি ছিল যে তাঁর জ্ঞান বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে, তাই খোদা তাঁর মাধ্যমে এমন খুতবা এবং বক্তৃতা প্রদান করিয়েছেন যা বুদ্ধিকে হতবাক করে দেয়। তিনি এমন নিবন্ধ লিখেছেন যা নিজেই নিজের উদাহরণ এবং অন্যদের দ্বারাও স্বীকৃত। আজ আমি এই বিষয়ে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। তবে তার আগে আমি তাঁর রচনা, খুতবা, প্রবন্ধ, বক্তৃতা, মজলিসে ইরফান ইত্যাদির সংখ্যা ও আয়তনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করছি।

তাঁর খুতবা, বক্তৃতা, বার্তা এবং প্রবন্ধ ইত্যাদির সংকলন যেগুলি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত বা এখন প্রায় সম্পূর্ণ এবং প্রকাশের জন্য প্রস্তুত, যা **আনোয়ার-উল-উলুম** আকারে প্রকাশিত হয়ে থাকে, মোট ৩৮টি খণ্ড হবে এবং তাদের সংখ্যা ১৪২৪। এগুলির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ২০৩৪০ হবে। তাফসীরে কাবীর, তাফসীরে সাগীর এবং অন্যান্য তাফসীর উপকরণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৭৩৫। ১৮০৮টি জুমআর খুতবা, ৫১টি ঈদুল ফিতরের খুতবা, ৪২টি ঈদুল আযহার খুতবা, ১৫০টি বিবাহের খুতবা, শুরা সংক্রান্ত খুতবা প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এর ২১৩১টি পৃষ্ঠা রয়েছে। সব পৃষ্ঠা একত্র করলে প্রায় পঁচাত্তর হাজার পৃষ্ঠা হয়।

হুযুর আনোয়ার রিসার্চ সেল প্রদত্ত তথ্যগুলির মাধ্যমে নিবন্ধ, বক্তৃতা এবং মজলিসে ইরফান সংক্রান্ত পর্যালোচনা তুলে ধরেছেন যা এখনও প্রকাশিত হয়নি। তিনি বলেন, এটি একটি বিশাল জ্ঞানের আকর। এখন আমি প্রথমে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কিছু বিশ্লেষণ এবং তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদান এবং অন্যদের কিছু মন্তব্য পেশ করব। তাফসীরে কাবীরে, তিনি ৫৯টি সূরার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যা দশটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অনেক তাফসীর নোটও পাওয়া গেছে, যার সংখ্যা হাজারেও উপর, এবং এগুলোও কোনো এক সময়ে প্রকাশিত হবে। বাগধারা সহ কুরআনের অনুবাদ **তাফসীরে সাগীর** প্রণয়ন তাঁর একটি মহান কাজ।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) **তাফসীরে সাগীর** সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছেন : আমার অভিমত এই যে, এখনো অবধি পবিত্র কুরআনের যতগুলি অনুবাদ হয়েছে তার কোনোটিতেই উর্দু বাগধারা এবং আরবি বাগধারার প্রতি এতটা যত্ন নেওয়া হয়নি যতটা যত্ন তাফসীরে সাগীর এর ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, গত তেরো শত বছরে বহু মহান ও শক্তিশালী যুবক এসেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আমাকে যে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন তাদের কেউই সেটা পায়নি। প্রকৃতপক্ষে, এই কাজটি খোদার এবং তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দিয়ে কাজ নেন।

অতঃপর অন্য এক স্থানে তিনি (রা.) বলেন : আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমতে পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ্ থেকে ওয়ান্ নাস পর্যন্ত, তাফসীরে সাগীর সহ। তাফসীরে কাবীরের সাথে যার তুলনা করলে দেখা যায় যে, এতে অনেক বিষয় সংক্ষেপে এমন উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাফসীরে কাবীরেও নেই।

অতঃপর **তাফসীরুল কুরআন ইংরেজিও** একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে। যাকে আমরা 'পাঁচ খণ্ডের তাফসীর' বলি। এই তাফসীরের শুরুতে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) রচিত একটি অত্যন্ত তথ্যবহুল ভূমিকাও রয়েছে, যাতে অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের উপস্থিতিতে পবিত্র কুরআনের প্রয়োজনীয়তাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এবং নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম জীবন এবং পবিত্র কুরআনের সংগ্রহ ও কুরআনের শিক্ষার উপর একেবারেই হৃদয়গ্রাহী ও অনন্য সাধারণ বর্ণনার মাধ্যমে আলোকপাত করা হয়েছে।

এই ভূমিকার শেষে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আরও লিখেছেন যে, আমি এটাও বলে দিতে চাই যে, হযরত খলীফা আওয়াল-এর ছাত্র হওয়ার কারণে আমার তাফসীরে অবশ্যই অনেক বিষয় এসেছে যা আমি তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। অতএব, এই তাফসীরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর তাফসীরের পাশাপাশি হযরত খলীফা আওয়াল-এর তাফসীর ও আমার তাফসীরও অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যেহেতু মহান আল্লাহ্ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে তাঁর আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত করেছেন এবং তাঁকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করেছেন যা এই যুগের জন্য অপরিহার্য, অতএব, আমি আশা করি যে এই তাফসীরটি অনেক অসুস্থ মানুষকে আরোগ্যের দিকে নিয়ে যাবে। অনেক অন্ধ মানুষ এর মাধ্যমে দেখতে পাবে। বধিররা শুনবে, বোবা কথা বলবে, খোঁড়া এবং পঙ্গুরা হাঁটবে, এবং আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা এর নিবন্ধগুলিকে আশীর্বাদ করবেন

এবং এটি যে উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হচ্ছে তা পূরণ করবে। আমিন।

আল্লামা নিয়াজ ফতেহপুরী তাফসীরে কাবীর সম্পর্কে বলেন : এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি (রা.) কুরআন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাধারা তৈরি করেছেন এবং এই তাফসীরটিই প্রথম যেটিতে বুদ্ধিমত্তা ও অনুশীলন সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ।

মওলানা আব্দুল মজিদ দরিয়াবাদী হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর মৃত্যুতে লিখেছেন : আল্লাহ্ তাঁকে কুরআন ও কুরআনের তত্ত্বজ্ঞানের সর্বজনীন প্রকাশনা এবং ইসলামের সর্বজনীন প্রচারে তাঁর প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কৃত করুন।

'আখবার ইমরোজ' লাহোর তাফসীরে সাগীর সম্পর্কে লিখেছে যে, এই মুহূর্তে তাফসীরে সাগীরটি সামনে রয়েছে। এই তাফসীরটি আহমদীয়া জামাতের প্রয়াত পেশোয়া (ধর্মগুরু) আলহাজ্জ মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদের প্রচেষ্টার ফল। কুরআনের আরবি পাঠের উর্দু অনুবাদের পাশাপাশি অনেক জায়গায় ব্যাখ্যা করার জন্য ফুটনোট ও ব্যাখ্যামূলক নোট দেওয়া হয়েছে। অনুবাদ ও পাদটীকার ভাষা খুবই সহজ এবং বোধগম্য।

'সাপ্তাহিক কান্দিল' ১৯৬৬ সালে লিখেছিল যে তাফসীরে সাগীরের অনুবাদ এবং টীকাগুলির ভাষা সাধারণ বোধগম্য, যাতে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা সম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি এটি থেকে উপকৃত হতে পারে। অনুবাদ ও তাফসীরের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সকল ব্যাখ্যা শেষ পর্যন্ত বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এত সুন্দর আকারে পবিত্র কুরআন প্রকাশ করা ইসলামের জন্য একটি বড় সেবা।

তারপর ইংরেজি তাফসীরে কুরআনের ধর্মীয় ও সাহিত্যিক গুণাবলী ইউরোপের শীর্ষ পণ্ডিতদের প্রভাবিত করেছিল, তারা এর চমৎকার পর্যালোচনা করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, বিখ্যাত পণ্ডিত এ আর বারী বলেছেন যে তাফসীরের শুরুতে একটি বিশদ ভূমিকা রয়েছে যা মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ নিজেই রচনা করেছিলেন। এই কাজটিকে ইসলামী গবেষণার একটি মহান নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করলে অত্যুক্তি হবে না। এর প্রস্তুতির প্রতিটি পর্যায়ে তাফসীর, অভিধান ও গবেষণা ইত্যাদির প্রামাণিক গ্রন্থগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। অনুবাদের ইংরেজি ত্রুটি-মুক্ত এবং অত্যন্ত প্রামাণিক। অমুসলিমদের আপত্তির খন্ডনও এর মধ্যে রয়েছে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর জ্ঞান ভান্ডার যা তিনি বক্তৃতা আকারে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন, অন্যরা কীভাবে সেটি দেখেছিল তার উদাহরণ- 'নিযামে নও' শিরোনামে তাঁর একটি ভাষণ রয়েছে। এ বিষয়ে মিসরীয় পণ্ডিত আব্বাস মাহমুদ বলেন, এই আওয়াজ যদি ইউরোপ-আমেরিকার ইংরেজিভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, এমনকি ভারত ও প্রাচ্যের জনগণের মধ্যে তার প্রচার করা হয় তবে তা অবশ্যই প্রভাব দেখাবে।

তারপর 'ইসলাম মে ইখতেলাফাত কা আগায' (ইসলামে অসন্তোষের সূচনা) তাঁর একটি বক্তৃতা। এটি ইসলামের ইতিহাসের উপর এমন একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও অসাধারণ বক্তৃতা ছিল যে, মহান ইতিহাসবিদরাও হুযুরের সামনে নিজেদেরকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মনে করতে শুরু করেন। সৈয়্যদ আবদুল কাদির সাহেব প্রফেসর ইসলামিয়া কলেজ লাহোর বলেছেন যে আমি মনে করি যে ইসলামের ইতিহাসে আগ্রহী বন্ধুরা এমন যুক্তিপূর্ণ নিবন্ধ কখনও দেখেনি।

তাঁর একটি বক্তৃতা ছিল ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিতও। আড়াই ঘণ্টা ধরে চলে এই ভাষণ। হাজার হাজার উচ্চ শিক্ষিত মানুষ তা শোনেন। লাহোর হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট লালা রামচাঁদ মচিন্দা বলেন, এই বক্তৃতায় আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। প্রথমে আমি বুঝেছিলাম এবং এটি আমার ভুল ছিল যে

ইসলাম তার আইনে কেবল মুসলমানদেরই খেয়াল করে, কিন্তু আজ হযরত ইমাম জামাত আহমদীয়ার বক্তৃতা থেকে এটি পরিষ্কার হয়ে গেল যে ইসলাম সমস্ত মানুষের মধ্যে সমতার শিক্ষা দেয়।

১৯২৪ সালে, হুযুর যখন ইউরোপ সফর করেন, তখন তিনি পথিমধ্যে আরব দেশগুলিতেও অবস্থান করেন। এই বিষয়ে, 'ফাতহ আল-আরব' দামেস্ক পত্রিকা ১০ আগস্ট, ১৯২৪-এ তার প্রকাশনায় লিখেছিল যে খলীফা সাহেব তার চল্লিশ বছরে পদার্পণ করছেন। তাঁর মুখে প্রশস্ত কালো দাড়ি, মুখমন্ডল গৌর বর্ণ এবং তাঁর চেহারায় গৌরব ও মর্যাদা প্রাধান্য পেয়েছে। উভয় চোখই বুদ্ধিমত্তা এবং অসাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার খবর দেয়। আপনি যদি তাঁর তুষার-সাদা পাগড়িতে দন্ডায়মান তাঁর ব্যক্তিত্বে এই মানসিক গুণগুলি দেখতে পান তবে আপনি নিশ্চিত হবেন যে আপনি এমন একজন ব্যক্তির সামনে আছেন যিনি আপনার (তাঁকে) বোঝার পূর্বেই তিনি আপনাকে ভাল করে জানেন। তাঁর ঠোঁটে হাসি খেলে যা কখনো দৃশ্যমান আবার কখনো লুকিয়ে থাকে। সেই হাসির নিচে যে অর্থ ও মহিমা রয়েছে তা দেখলে আপনি বিস্মিত হবেন।

এরকম অসংখ্য অভিব্যক্তি রয়েছে। অনেক কন্টেন্ট জমা পড়েছিল। কিন্তু সময়ের কারণে তা সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণীতে মহান আল্লাহ্ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) -কে যে সব কথা বলেছিলেন, তার সবই হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের ব্যক্তিত্বে পূর্ণ হয়। আল্লাহ্ তাঁকে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন তার সাথে সর্ববৃহৎ আলেমও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেননি। তাঁর দেওয়া সাহিত্য একটি জামাতীয় রত্নভান্ডার। তাঁর খুতবা, বক্তৃতা ইত্যাদি যা এখনও অবধি প্রকাশিত হয়েছে তা আমাদের পড়া উচিত। এখন অনুবাদের কাজও চলছে।

আল্লাহ্ আমাদের এই জ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলির বিষয়ে বিশদে জানতে ওয়েব সাইটটি ভিজিট করুন: https://ahmadiyyamuslimjamaat.in/books/nashr-o-ishaat/Stock-Price/Bangla/

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
17 February 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in